জীবননগরে রাত্রিকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

জীবননগর স্টেডিয়াম পাড়া রাত্রিকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর স্টেডিয়াম পাড়া প্রবীণ সংঘের আয়োজনে স্টেডিয়াম মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করা হয়।

রফিকুল ইসলাম পচার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩ নং ওর্য়াড কাউন্সিলার আতিয়ার রহমান, মহিলা কাউন্সিলার বিউটি খাতুন, শাহ আলম শরিফুল ইসলাম ছোট বাবু, নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ছেলের বউয়ের হাতে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আঁইলহাস ইউনিয়নের বাগুন্দা গ্রামে ভানু বেগম (৫৫) নামের এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ঘটনায় ছেলের বউ শিমা খাতুনের হাত থাকতে পারে এ সন্দেহে পুলিশ লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
নিহত ভানু বেগম আইলহাঁস ইউনিয়নের বাগুন্দা গ্রামের মৃত গঞ্জের ফকিরের স্ত্রী। সুস্থ্য মানুষ রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর বিছানায় সকালে তাঁর মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
প্রতিবেশীরা জানান, নিহতের ছেলে জামাল ফকির কিছুদিন যাবৎ পাবনাতে অবস্থান করছে। এই সুযোগে শিমা খাতুন তার শাশুড়িকে ঠিকমত দেখভাল করতো না। তাকে সব সময় মানসিকভাবে নির্যাতন চালাতো। গত রাতেও সে শাশুড়ির সাথে খারাপ আচরণ করে। রাতে সুস্থ’◌্য ভানু বেগম ঘুমানোর

পর সকালে প্রথমে শিমা খাতুনই শাশুড়ির মৃত্যুর খরব প্রতিবেশীদের জানায়। এতে প্রতিবেশীসহ ভানু বেগমের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তীব্র সন্দেহ দেখা দেয়।
খবর পেয়ে ভানু বেগমের ভাই আসাদুল ইসলাম আশা বোনের বাড়িতে এসে কিভাবে তার বোন মারা গেল জানতে চাইলে শিমা খাতুন লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এ ঘটনায়ও সবার মাঝে শিমা খাতুনকে নিয়ে সন্দেহ বাড়তে থাকে। শিমা খাতুনই তাঁর শাশুড়িকে রাতের যে কোন সময় হত্যা করতে পারে এমন অভিযোগ উঠতে থাকে।
সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। নিহতের ঘটনায় সন্দেহ দেখা দেওয়ায় পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানোর সিন্ধান্ত নেয়।
থানার অফিসার ইনচার্জ আলমঙ্গীর কবির জানান, লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের রির্পোট হাতে এলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর নির্বাচন:: আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে একজন করে বিদ্রোহী , মোট মেয়র প্রার্থী ৮জন

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে মেয়র পদে ৮ জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার ও পৌর নির্বাচনের রিটার্ণিং অফিসার তারেক আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় মনোনয়ন জমাদান শেষ হয়।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির একজন করে বিদ্রোহী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। মেয়র পদের প্রার্থীরা হলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মালিক, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম,

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী) শরীফ হোসেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (বিএনপি বিদ্রোহী), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তুষার ইমরান, তানভীর আহমেদ মাসরেকী (স্বতন্ত্র), ফারুক উদ্দিন আহমেদ (স্বতন্ত্র), মনিবুল হাসান (স্বতন্ত্র)।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

আলমডাঙ্গায় সদ্যসাপ্ত বণিক সমিতি নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৭ টায় বণিক সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নতুন-পুরাতন কমিটির সকল সদস্য ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণের পরপর নির্বাচিতদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।
বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ সমশের আলী মল্লিকের সভাপতিত্বে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির নির্ধারিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ রফিক উদ্দিন মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম পকু, সাবেক সভাপতি আলহাজ মকবুল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মীর শফিকুল ইসলাম। এছাড়া অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন ও সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার হারদী এমএস জোহা কলেজের প্রভাষক ফারুক আহম্মেদ।

জীবননগরে নারী পুরুষের অংশীদারিত্ব বিষয়ক সেমিনার

জীবননগরে অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নতীকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী পুরুষের অংশীদারিত্ব বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অবৈতনিক গৃহস্থলী কাজের মর্যাদা উন্নতীকরণ ও পারিবারিক কার্যক্রমে নারী পুরুষের অংশীদারিত্ব বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় সমাজ সেবা কার্যলয়ের উপ-সচিব আব্দুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সন্তোষ কুমার নাথ।

উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, জাহিদ বাবু, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবি বিশ্বাস, বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্র পাল, সহকারী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী রাজিব হোসেন রাজুসহ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিগণ।

জীবননগরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে ৬ জন আহত

জীবননগরে জমি নিয়ে বিরোধে কলেজছাত্রীসহ দুই পরিবারের ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুর ১ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বেনীপুর গ্রামের হাফিজুল এবং খোকনের সাথে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হাতা-হাতি হয় । এক পর্যায়ে হাফিজুর খোকনের কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে মারধর করে এবং জোরপূর্বক হাতে কামড়ে দেয়।

খোকন প্রতিবাদ করলে দুই পরিবারের মধ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যাতে গুরুতর আহত হয় খোকন, খোকনের ছেলে আবির, হাফিজুল, রেকসোনা ও হাজেরা । এ সময় স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন ।

আহত খোকন অভিযোগ করে বলেন, হাফিজুর ভারত থেকে তারকাটা কেটে গরু নিয়ে আসতো। সে প্রায় রাতে আমাদের জমিতে গরু এনে বেঁধে রাখতো । আমি নিষেধ করায় আমাকে না পেয়ে সে আমার মেয়েকে মারধর করে । আমরা প্রতিবাদ করায় আমার ছেলেকেও মারধর করে ।

আহত হাফিজুর বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তা সঠিক না। তারা আমাকে এবং আমার বোনদের মেরে রক্তাক্ত করেছে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, দুই পক্ষের সবাই হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় আসলে তাদের সবার চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, সবাই আশঙ্কা মুক্ত।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, বেনীপুর গ্রামে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় দুই পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে । বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ ২ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মাহাব্বুর রহমান কাজল এর নেতৃত্বে গতকাল রবিবার সকাল ০৭:৪০ ঘটিকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার এস আই সাইফুল ইসলাম এবং এএসআই মহিউদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামের গালার মাঠের রাহেদের সেগুন বাগানের সামনে ৩০০ (তিনশত) বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

আসামিরা হলো (০১) মোঃ উজ্জ্বল (৩০), পিতাঃ মোঃ আবুল ফজল, আসামি- (০২) মোঃ শামিম (২৭), পিতাঃ মোঃ বদর উদ্দীন, আসামি দুইজন একই ঝাঁঝাঁডাঙ্গা গ্রামের মাঝ পাড়ার বাসিন্দা ।

পুলিশ জানায় গ্রেপ্তারকৃত ২জন আসামির বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় চিনিকলসমূহ বন্ধের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চিনিকলসমূহ বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৫ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা কেরু এ্যান্ড কোম্পানি চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারি ফেডারেশন ও আখচাষী ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে দর্শনায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল বেলা ১১ট থেকে ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার

মানুষ অংশ গ্রহন করেন।

কেরু এ্যান্ড কোস্পানি চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সিপিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি এ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মজনুর রহমান, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান, কেরু এ্যান্ড কোস্পানি চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক তৈয়ব আলী, আখচাষী ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল হান্নান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার এ্যান্ড কমার্সের পরিচালক হারুন অর রশিদ, আখচাষী ফেডারেশনের উপদেষ্টা আকমত আলী, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটারের সভাপতি ফজুলুল হক, কেরু এ্যান্ড কোস্পানি চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ, ও সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন, কেরু এ্যান্ড কোস্পানি চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য হাফিজ আহমেদ, শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও মনিরুল ইসলাম প্রিন্স।

বক্তারা ৫দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবী জানিয়ে বলেন, চিনিকলে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের ৫-৬ মাসের বকেয়া বেতনসহ সকল পাওয়নাদি এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটির টাকা পরিশোধ, চিনিকল বন্ধের প্রক্রিয়া বাতিল, আসন্ন মাড়াই মৌসুম (২০২০-২০২১) পূর্বে যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করতে হবে, আখ উৎপাদনের স্বার্থে সার,বীজ ও কীটনাশকসহ জরুরি উপকরণসমূহ সরবরাহ করতে হবে ও আখচাষীদের আখের বকেয়া মূল্য পরিষদ করতে হবে। তারা আরো বলেন, চিনিকল গুলো বন্ধ করা হলে প্রতি কেজি ৩০০ টাকা দরে চিনি কিনতে হবে।

আলমডাঙ্গার হারদীর আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য উন্মোচিত, অবশেষে বাদিই হচ্ছেন আসামী

আলমডাঙ্গার হারদী গ্রামের যুবক আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য দেড় বছর পর উন্মোচিত হয়েছে। এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামী জামাল উদ্দিন বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দিয়ে হত্যা রহস্যের জট খুলতে সহায়তা করেছে। এতে মূল পরিকল্পনাকারী মামলার বাদি হত্যাকান্ডের শিকার সবুরের স্ত্রী সালমার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২২ জুন রাতে নিজ শয়ন কক্ষে সবুরকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। স্ত্রী সালমা পাশের ঘরে থাকলেও ঘাতকরা সবুরকে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় সালমা বাদি হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরপর একের পর এক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হতে থাকে। কিছুতেই হত্যা রহস্যের জট খোলে না।

এ সময় তদন্তের ভার পান থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মামলার মূল রহস্যে ডুবে থেকে তদন্ত করতে থাকেন। অতি গোপনে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসেন দুই আসামীকে। এরপরই চমকপ্রদভাবে এই আলোচিত হত্যা মামলার জট খুলতে সক্ষম হন তিনি।

তদন্তকারী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান জানান, শুক্রবার রাতে থানার এসআই সুফল বিশ্বাস ও কনস্টেবল শাহারিয়ার হোসাইন রফিককে সাথে নিয়ে হারদীর গাংপাড়া থেকে কাতব আলীর ছেলে বোমারু জামাল ও একই পাড়ার মেছের আলীর ছেলে কাবের আলীকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবারে বোমারু জামাল এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দেয়।

সূত্রে জানা গেছে, এক জবানবন্দিতেই আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। মামলার বাদি সবুরের স্ত্রী সালমার অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি মামলার বাদি থেকে আসামী হতে এখন মাত্র সময়ের ব্যাপার।

সূত্র জানায়, বিয়ের পর থেকেই সবুরের সাথে তার স্ত্রী সালমার সম্পর্ক কখনই ভাল ছিল না। সবুর একেক সময় একেক ব্যবসা করতেন,তিনি রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। আবার কখনও ঢাকায় গিয়ে কোম্পানীতে চাকরী করতেন। কিন্ত তার স্ত্রী সালমা পল্লী বিদ্যূৎ অফিসে চাকরী করতেন। দুজনের দাম্পত্য জীবন এতটাই খারাপ ছিল যে দুজন দুই ঘরে রাত কাটাতেন। সালমা দীর্ঘদিন ধরে সবুরের সাথে ঘুমুতেন না। স্বামীকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কলহ দেখা দিত।

সূত্র আরও জানায়, সবুরের সাথে গ্রামের কয়েকজনের ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বও ছিল। এক সময় সবুরের ব্যবসার পার্টনাররা ও স্ত্রী সালমা গোপনে এক হয়ে যায়। সবুরকে হত্যার পরিকল্পনা চলতে থাকে। পরিকল্পনায় যোগ করা হয় সালমার ব্যক্তিগত ভ্যান চালক হারদী গ্রামের রিবন শেখের ছেলে কিরন শেখকে। এই পরিকল্পনায় নিজেকে যুক্ত করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুমারডাঙ্গার আরেক ঘাতক জহির উদ্দিনের ছেলে সফিউদ্দিন।

সূত্র জানায়, হত্যাকান্ডের দিন সালমার ব্যক্তিগত ভ্যান চালক কিরন সন্ধ্যার পর সবুরকে ডেকে মাঠের ভেতর নিয়ে যায়। সবুর কিরনকে বিশ্বাস করেই মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে হাজির হন। ঘটনাস্থলে আগে থেকেই ঘাতকরা উপস্থিত ছিল। সবুরকে নিয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই মিলে বিভিন্ন নেশাদ্রব্য গ্রহন করতে থাকে। তারা কৌশলে সবুরকে নানা ধরনের নেশাদ্রব্য খাইয়ে তাকে অচেতন করে ফেলে। এরপর রাত গভীর হলে তারা ধরাধরি করে সবুরকে তার বাড়িতে শয়ন কক্ষে নিয়ে আসে। এ সময় আগে থেকে ওই ঘরেই একটি শার্টারগান রাখা ছিল। সেই শার্টারগান দিয়ে সবুরের মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায় ঘাতকরা। ঘাতকরা পালিয়ে গেলে সবুরের স্ত্রী সালমা প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে বাড়িতে জড়ো করেন।

জানা গেছে, সবুর হত্যাকান্ডের পর থেকে প্রতিবেশীদের কড়া কৌতুহল ছিল তার স্ত্রী সালমাকে নিয়ে। কিন্ত সালমাই ওই হত্যাকান্ডের বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন। চলতে থাকে তদন্ত। তদন্তকারী কর্মকর্তাও পাল্টাতে থাকে। সবুর হত্যার রহস্যের জট খুলতে চ্য়া না। এরপর তদন্তের দায়িত্ব পান থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। তিনি দীর্ঘীদন ধরে তদন্ত চালিয়ে গত বৃহস্পতিবারে সালমার ব্যক্তিগত ভ্যানচালক কিরন ও গাংনীর কুমারডাঙ্গার সফিউদ্দিনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর শুক্রবার রাতে হারদী গ্রাম থেকে জামাল ও কাবেরকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠান। এর মধ্যে বোমারু জামাল বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দেয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান জানান, মামলার ক্লু বের করা সম্ভব হয়েছে। আরও কিছু জানার বাকি আছে। খুব অল্প সময়ের ভেতরে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থীর নির্বাচনী সভা

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী কলেজপাড়া-মাদ্রাসাপাড়ার ভোটারদের সাথে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা করেছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টায় পাড়ার ফাইভ স্টার মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই পাড়ার বিপুল সংখ্যক ভোটার উপস্থিত ছিলেন।
মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী বলেন, তিনি ৯৩ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পৌরসভায় যেসব রাস্তাঘাট রয়েছে তার সবগুলোই তার সময়ে করা। ২১ বছর দায়িত্বে আসা দুই মেয়র নতুন করে আর কিছুই করেননি। তার সময়ে বছরে পৌরসভায় আয় হত ৩০ লক্ষ টাকা। এখন আয় হয় ১০ কোটি টাকা। তারপরও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১৪ মাস ধরে বেতন দিতে পারেননা মেয়ররা।

এত টাকা যায় কোথায় প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, তার সময়ে অল্প টাকায় তিনি শহরের সব রাস্তা করেছেন। গুরুত্বপূর্ন বাইপাস সড়ক, জিকে ক্যানেলে অনেকগুলো স্নানঘাট, টার্মিনাল এলাকায় পৌরভবনের জন্য জমি ক্রয় সবই তিনি করেছেন। এখন হয় লুটপাট। যে যখনই ক্ষমতায় এসেছেন তিনিই পৌরসভাকে উজাড় করে লুটপাট করেছেন।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সচেতন হোন, লুটেরাদের ক্ষমতায় যেতে ভোট দিবেননা। একজন কাজ পাগল মানুষকে আপনারা ভোট দিবেন।